গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১২. ১১৬(৪)

তারিখঃ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৫ / ১১ মার্চ ২০১৯

বিষয়: "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯" এর খসড়ার উপর সর্বসাধারণের মতামত প্রদান।

The Censorship of Films Act,1963(Amended upto 2006) এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯' প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য উক্ত খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে প্রকাশিত খসড়া আইনের উপর লিখিত/ ই-মেইলের মাধ্যমে (Nikosh Font) মতামত প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন -২০১৯' এর খসড়া।

১১/৩/১৯

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. জনাব মো: মাহবুবুল কবীর সিদ্দিকী, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯ (খসড়া)

যেহেতু The Censorship of Films Act, 1963 (Amended-2006) বাংলা ভাষায় প্রণীত করিয়া সংশোধনীসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে দর্শকদের বয়সের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন সূচক (Rating), পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও শিল্প শৈল্পীর বিকাশ তথা এ শিল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যের স্বার্থে Censor এর পরিবর্তে Certification ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ও চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা এবং কার্যকারিতা।–

(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "আপিল কমিটি" বলিতে এই আইনের ৩(৩) উপ-ধারায় গঠিত আপিল কমিটিকে বুঝাইবে;

(২) "আবেদনকারী" বলিতে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি, প্রযোজক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৩) "আপিল আবেদনকারী" বলিতে এই আইনের ৩(৩) উপ-ধারা অনুযায়ী গঠিত আপিল কমিটির নিকট আপিল আবেদনকারীকে বুঝাইবে;

(৪) "চলচ্চিত্র" বলিতে সেলুলয়েড, অ্যানালগ, ডিজিটাল বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে নির্মিত চলচ্চিত্র যেমন: পূর্ণদৈর্ঘ্য , স্বল্পদৈর্ঘ্য , কাহিনীচিত্র , প্রামাণ্যচিত্র , কার্টুনচিত্র , বিজ্ঞাপনচিত্র , অ্যানিমেশনচিত্র ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৫) "চেয়ারম্যান" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(৬) "জেলা প্রশাসক" বলিতে জেলার জেলা প্রশাসককে অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(৭) "নির্ধারিত" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(৮) "প্রচার সামগ্রী" বলিতে এই আইনের ৭(১) উপ-ধারায় বর্ণিত প্রচার সামগ্রীকে বুঝাইবে;

(৯) "বোর্ড" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডকে বুঝাইবে;

(১০) "বোর্ড কার্যালয়" বলিতে এই আইনের ৩(২) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয় বুঝাইবে;

(১১) "সচিব" বলিতে এই আইনের ৩(২) উপ-ধারায় গঠিত বোর্ড কার্যালয়ের সচিবকে বুঝাইবে;

(১২) "সদস্য" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্যকে বুঝাইবে;

(১৩) "সরকার" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(১৪) "সার্টিফিকেট" বলিতে এই আইনের ৪(৩) ও ৪(৪) উপ-ধারার আওতায় জারীকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(১৫) "সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র" বলিতে যে চলচ্চিত্রের জন্য আদৌ কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় নাই এমন চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে এবং এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সার্টিফিকেটবিহীন বলিয়া ঘোষিত চলচ্চিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র" বলিতে এই আইনের ৪(৩) ও ৪(৪) উপ-ধারার আওতায় অথবা এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে-কোনো সময় যে সকল চলচ্চিত্রকে সনদপত্র/ সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে এবং বলবৎ ঐ সকল চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে; এবং

(১৭) "সিনেমাটোগ্রাফ" বলিতে চলচ্চিত্র উৎপাদন, প্রক্ষেপণ ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত ফিল্ম ভিডিও-ক্যাসেট রেকর্ডার, হার্ডডিস্কসহ একটি যৌগিক যন্ত্র (composite equipment) কে বুঝাইবে।

৩। বোর্ড, বোর্ড কার্যালয় ও আপিল কমিটি গঠন।–

(১) বোর্ড: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের পরীক্ষণ ও সনদপত্র প্রদানের জন্য সরকার অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যাহা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড নামে অভিহিত হইবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান এবং চৌদ্দ জনের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাহাতে সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়ের সচিব বোর্ডের সচিব থাকিবেন এবং যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তথ্য মন্ত্রণালয় এই সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন জারি করিবে।

(২) বোর্ড কার্যালয়: সরকার একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সচিব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, চলচ্চিত্র পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহযোগী পদের সমন্বয়ে বোর্ড কার্যালয় গঠন করিবে। বোর্ড কার্যালয় বোর্ডের কার্যক্রমে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন বিষয়ে বোর্ড ও সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে। বোর্ড কার্যালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারি সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) আপিল কমিটি: বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক বা সংক্ষুব্ধ যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতির আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য সরকার মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর সভাপতিত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি আপিল কমিটি গঠন করিবে, যাহা চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আপিল কমিটি নামে অভিহিত হইবে। তথ্য সচিব (যিনি পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান) আপিল কমিটির আহবায়ক (Convener) হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ভাইস চেয়ারম্যান আপিল কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন।–

(১) কোনো চলচ্চিত্রের অনুকূলে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেটের জন্য চলচ্চিত্রটির প্রযোজক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চলচ্চিত্রের কপিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র বোর্ড কার্যালয়ে পেশ করিবেন।

(২) বোর্ড নির্ধারিত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক চলচ্চিত্র পরীক্ষা করিবে এবং চলচ্চিত্রটি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট জারির লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করিবে।

(৩) যদি বোর্ড পরীক্ষা করিবার পর কোনো চলচ্চিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করে তবে ইহা একইসঙ্গে চলচ্চিত্রটির জন্য উপ-ধারা (৭)-এ বর্ণিত নির্দিষ্ট শ্রেণি নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন প্রতীক ব্যবহারের জন্য মতামত প্রদান করিবে। অতঃপর বোর্ড আবেদনকারীকে

চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রটির সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবার মেয়াদ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উপ-ধারা (২) এর আওতায় জারিকৃত একটি সার্টিফিকেট সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে কোনো জেলা প্রশাসক কারণ উল্লেখপূর্বক এই আইনের ৬(২) উপ-ধারা মোতাবেক তাহার জেলার মধ্যে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৬) যেখানে উপ-ধারা (৪) মোতাবেক কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে বোর্ড এতদুদ্দেশ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বা এইভাবে বর্ধিত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা এইরূপ নির্দিষ্টীকৃত বা বর্ধিত মেয়াদ উঠাইয়া দিতে পারিবে।

(৭) চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (Rating System) অনুসৃত হইবে:

মূল্যায়ন প্রতীক (Rating Symbol)	অর্থ (Meaning)
(UA) (সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী)	**সব বয়সী দর্শকের জন্য উন্মুক্ত:** মূলত সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার চলচ্চিত্র। এই ধরনের চলচ্চিত্রে এমন কোনো উপাদান থাকিবে না যাহা দেখিলে পিতা-মাতা বিব্রত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। ইহাতে হালকা সংঘর্ষ বা সামান্য রসিকতা থাকিতে পারে। কিন্তু কোনো নগ্নতা, যৌনতা, হিংস্রতা কিংবা অশালীন ভাষার ব্যবহার থাকিবে না। কাহিনীর প্রয়োজনে ধূমপান বা মাদক গ্রহণের মতো কোনো দৃশ্য থাকিলে তাতে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণী থাকিতে হইবে। সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে হইবে স্বল্প পরিসরে।
U(১২-) (১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত)	**১২ বৎসরের কম বয়সী শিশুরা কেবল পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সঙ্গে লইয়া দেখিতে পারিবে:** মূলত এটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র। এতে হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাহাদের প্রাক-কৈশোর (Pre-teenager) শিশুদেরকে এই ধরনের চলচ্চিত্র দেখিবার সময় অভিভাবকসুলভ নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
U (১২-১৮) (১২ থেকে ১৮ বৎসর বয়সী)	**১২ থেকে ১৮ বৎসর বয়সী শিশু কিশোররা দেখিতে পারিবে:** এই ধরণের চলচ্চিত্রের হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিতে পারে। এছাড়া স্বল্প মাত্রায় সহিংসতা ও রোমান্টিকতা থাকিতে পারে।
U (১৮+) (১৮ বৎসরের বেশী বয়সী)	**১৮ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সী দর্শকদের মধ্যে প্রদর্শনযোগ্য:** এই ধরনের চলচ্চিত্রে পরিমিত মাত্রায় সন্ত্রাস, ভয়াল দৃশ্য, যৌনতা ও বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণীসহ ধূমপান/মাদকের ব্যবহার থাকিতে পারে। কাহিনীর প্রয়োজনে ধূমপান বা মাদক গ্রহণের মতো কোনো দৃশ্য থাকিলে তাতে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণী থাকিতে হইবে। সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে হইবে স্বল্প পরিসরে।

(৮) যদি কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নহে, এক্ষেত্রে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রযোজক/পরিচালককে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দিয়া চলচ্চিত্রটির জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট মঞ্জুরের বিষয় প্রত্যাখ্যান করিবে এবং বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে তাহা জানাইয়া দিবে।

(৯) যদি কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য উপযোগী নহে, কিন্তু উপযোগী হইতে পারে যদি তাহা কোনো পেশার সদস্যবৃন্দ বা কোনো ব্যক্তি শ্রেণির জন্য সীমিত করা হয়; তবে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ মতামত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে। আবেদনকারী এইরূপ সীমিত প্রদর্শনের শর্তে সার্টিফিকেট গ্রহণে লিখিত সম্মতি জানাইলে ভাইস চেয়ারম্যান আবেদনকারীর অনুকূলে মূল্যায়ন সূচকসহ সার্টিফিকেট জারি করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) যদি কোন চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য উপযোগী নহে, কিন্তু উপযোগী হইতে পারে যদি ইহার একটি সুনির্দিষ্ট অংশ/অংশসমূহ কর্তন করিয়া ফেলা হয়, তবে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে। আবেদনকারী বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত অংশ/অংশসমূহ কর্তনে সম্মত হইলে এবং সংশোধিত চলচ্চিত্র পুনঃজমা প্রদান করিলে তাহা বোর্ড কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হইবে।

(১১) উপ-ধারা (১০) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত অংশ/অংশসমূহ কর্তনের ফলে যদি পরিচালক বা প্রযোজক অথবা আবেদনকারীর এইরূপ ধারণা হয় যে এইসব কর্তনের ফলে চলচ্চিত্রটির কাহিনীর ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তবে কর্তনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি কাহিনীর ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন দৃশ্য-সংলাপ সংযোজন করিয়া চলচ্চিত্রটি পুনঃপরীক্ষার জন্য জমা দিতে পারিবেন। তবে এই সব কর্তন-সংযোজনের ফলে চলচ্চিত্রটির মোট দৈর্ঘ্য বা চলমান সময় মূল চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য বা চলমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

(১২) উপ-ধারা (১০) মোতাবেক সংশোধিত চলচ্চিত্র স্বাভাবিকভাবে বোর্ড কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষণ প্রতিবেদন বোর্ডের সভায় অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হইবে এবং বোর্ডের সদস্যগণের মতামতের আলোকে কর্তৃপক্ষ ইহার সার্টিফিকেট প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। তবে কর্তিত অংশের পরিমাণ, কর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বা স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বোর্ডের সদস্যগণের মতামতের আলোকে চলচ্চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ বোর্ডে অথবা এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদানুযায়ী চলচ্চিত্রটির পুনঃপরীক্ষা করা হইবে।

(১৩) সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকৃত কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণে যদি বোর্ডের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, চলচ্চিত্রটি কালার,ডাবিং, সাউন্ড, সাউন্ড ইফেক্ট ইত্যাদি কারিগরি দিক দিয়া অসম্পূর্ণ এবং চলচ্চিত্রটি কাহিনীর নিম্নমান, অসংলগ্নতা বা অবিন্যস্ততা অথবা শৈল্পিক গুণাবলি বর্জিত নির্মাণশৈলি বা চিত্রায়ন অথবা দর্শকদের জন্য বিরক্তিকর হইবে এমন রুচিহীন ও দুর্বল নির্মাণের কারণে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের যোগ্য নহে, তবে বোর্ড চলচ্চিত্রটির অনুকূলে সার্টিফিকেট মঞ্জুরের বিষয় প্রত্যাখ্যান করিবে। বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে তাহা জানাইয়া দিবে।

(১৪) এই আইনের আওতায় কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর যদি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইহার কাহিনী, উপজীব্য, সংলাপ, দৃশ্য, চিত্রায়ন বা উপস্থাপন কৌশলসহ বিবেচ্য যে-কোনো বিষয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা সংগঠনের মতামত প্রয়োজন, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা সংগঠনের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে চলচ্চিত্রটির সার্টিফিকেশন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রাপ্ত মতামত গ্রহণ করা বা না-করা বোর্ডের এখতিয়ার।

৫। আপিল।–

(১) প্রযোজক বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আবেদনকারী অথবা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান ও নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল আবেদন জমা দিতে পারিবেন। আপিল আবেদনের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি বোর্ড কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কৃত আপিলের নিষ্পত্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

(৩) যখন আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে:

(ক) আপিল কমিটি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যেইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর হইতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(গ) আপিল কমিটি যদি আপিল আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটি সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য নহে অথবা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সমিতির আপিল আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তথ্য মন্ত্রণালয় আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর হইতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য চলচ্চিত্রটিকে সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র হিসাবে ঘোষণা করিবে এবং উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(ঘ) কোনো আপিল আবেদন নাকচ হইলে, আবেদনকারীকে ঐ সিদ্ধান্ত অবহিত করিবার পর তিনি চলচ্চিত্রটির রিভাইজড ভার্সনের জন্য সার্টিফিকেট জারির লক্ষ্যে সার্টিফিকেশন বোর্ডের নিকট পুনঃআবেদন করিতে পারিবেন।

(ঙ) এই ধারার অধীনে কৃত কোনো আপিল আবেদন আবেদনকারীকে তাহার মতামত প্রদানের সুযোগ প্রদান না করিয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৬। সার্টিফিকেট সাময়িক স্থগিতকরণ।–

(১) এই আইনের ৪(২) ও ৪(৩) উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চেয়ারম্যান যদি এই মত পোষণ করেন যে, কোনো একটি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিৎ নহে, তবে তিনি আদেশ জারির মাধ্যমে ঐ চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো জেলা প্রশাসক এই মত পোষণ করেন যে, কোনো একটি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র তাহার জেলার মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিত নহে, তবে তিনি আদেশ জারির মাধ্যমে তাহার জেলার সীমানার মধ্যে ঐ চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৩) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট উপ-ধারা (১) অথবা (২) মোতাবেক স্থগিত থাকাকালে ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য অথবা যে-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর আওতায় জারিকৃত যে-কোনো সাময়িক স্থগিতাদেশের অনুলিপি, তৎসম্পর্কীয় কারণের একটি বিবরণীসহ, চেয়ারম্যান অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক অবিলম্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সরকার স্থগিতাদেশটি খালাস করিয়া দিতে অথবা অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রটিকে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র হিসাবে বিবেচনার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িক স্থগিতাদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকার এই উপ-ধারার অধীনে কোনো আদেশ জারি না করিলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উল্লিখিত সাময়িক স্থগিতাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন।—

(১) যে-কোনো ফরম্যাটে নির্মিত সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী যেমন: পোস্টার, ফটোসেট, বিল বোর্ড, ব্যানার, অফিস ডেকোরেশন, ট্রেইলার, টিজার, গান, সংলাপ ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যমে প্রচারের পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচার সামগ্রীতে চলচ্চিত্রের নাম, প্রযোজক, পরিচালক এবং মুদ্রণকারী বা পরিস্ফুটনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) সার্টিফিকেশন বোর্ড অফিসিয়াল সীল যুক্ত করিয়া চলচ্চিত্রের পোস্টার অনুমোদন করিবে। সীলযুক্ত পোস্টারের এক কপি সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়ে এবং অপর এক কপি সংশ্লিষ্ট প্রযোজক/পরিচালকের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে। তবে প্রচারের জন্য সীল বিহীন অনুরূপ পোস্টার প্রকাশ করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে সীল বিহীন পোস্টারের এক কপি সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

(৩) ট্রেইলার বোর্ড অনুমোদন করিবে। অন্যান্য প্রচার সামগ্রী ভাইস চেয়ারম্যান তথা দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবে। ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কার্যালয়ের সচিব এই দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) ট্রেইলার বোর্ডের অনুমোদনের পর ভাইস চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে সার্টিফিকেট জারি করা হইবে।

(৫) নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী অনুমোদন দ্বারা মূল চলচ্চিত্রের অনুমোদনের অধিকার বর্তাইবে না।

৮। সার্টিফিকেট বাতিল করার ক্ষমতা।—

(১) যেই ক্ষেত্রে সরকার আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে অথবা স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থে অথবা অন্য যে-কোনো জাতীয় স্বার্থে কোনো একটি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অথবা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোনো শ্রেণির চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট বাতিল করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করে, সেই ক্ষেত্রে সরকার নিজ ক্ষমতাবলে অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য অথবা নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকাসমূহের জন্য সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রসমূহ বলিয়া বিবেচিত হইবে মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) যেখানে কর্তৃপক্ষ বা দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, এই আইনের যে-কোনো ধারা লঙ্ঘন করিয়া অথবা তদধীন বিধির যে-কোনো বিধান ভঙ্গ করিয়া কোনো স্থানে কোনো চলচ্চিত্র বা প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন করা হইতেছে, সেই ক্ষেত্রে, ভাইস চেয়ারম্যান বা এর পক্ষে সচিব লিখিত আদেশ বলে সেই স্থানটিতে অনুসন্ধান এবং চলচ্চিত্রটি ও প্রচার সামগ্রী, যদি থাকে, বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ইন্সপেক্টরের নিম্নমর্যাদার নয় এমন যে-কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অথবা জেলা তথ্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক যে পুলিশ কর্মকর্তা বা জেলা তথ্য কর্মকর্তা চলচ্চিত্র বা কোনো প্রচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে উহা আদালতের নিকট জব্দ তালিকাসহ প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড কার্যালয়কে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। অতঃপর তিনি জব্দকৃত আলামত পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতের মাধ্যমে বোর্ড কার্যালয়ের নিকট প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক চলচ্চিত্র বা কোনো প্রচার সামগ্রী প্রাপ্তির পর দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ উহা পরীক্ষণ করিয়া যেইরূপ সমীচীন মনে করে এই আইনের আওতায় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। অপরাধ, দন্ড ও আপিল।–

(১) নিম্নবর্ণিত যে-কোনো কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে:

(ক) কোনো সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র বা বোর্ডের দেওয়া প্রতীক (symbol) পরিদৃষ্ট হয় না এমন কোনো সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র কোনো স্থানে প্রদর্শন বা প্রদর্শনে কাউকে বাধ্য করা, প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া বা প্রদর্শনে সহযোগিতা করা;

(খ) কোনো চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর অথবা বোর্ড কর্তৃক উহাতে প্রতীক (symbol) নির্দিষ্টকরণের পর আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত উহাতে কোনোভাবে পরিবর্তন ঘটানো বা টেম্পারিং করা;

(গ) অনুমোদনবিহীন প্রচার সামগ্রী দ্বারা প্রচারকার্য চালানো অথবা প্রচারের উদ্দেশ্যে অনুমোদনবিহীন প্রচার সামগ্রী মুদ্রণ, মজুতকরণ বা বাজারজাতকরণ;

(ঘ) কোনো প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন প্রাপ্তির পর উহাতে কোনোভাবে পরিবর্তন ঘটানো বা টেম্পারিং করা; এবং

(ঙ) এই আইন বা তদধীন কৃত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করা।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বৎসর কারাদণ্ড অথবা ০৩(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডেই দন্ডনীয় হইবেন; এবং পুনরাবৃত্ত অপরাধের জন্য যতদিন এই অপরাধ অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হারে অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো চলচ্চিত্র বা প্রচার সামগ্রীর বিষয়ে এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে সেইক্ষেত্রে আদালত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দন্ড প্রদান করিয়া উপরন্তু চলচ্চিত্রটি বা প্রচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশও প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) অনুমোদিত প্রচার সামগ্রীতে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা টেম্পারিং করিয়া প্রচার করা হইলে কর্তৃপক্ষ অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

(ক) উক্ত প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন প্রত্যাহার করা;

(খ) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উহার প্রদর্শন সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন পর্যন্ত স্থগিত করা; এবং

(গ) নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উহার সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম এই উদ্দেশ্যে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা।

(৫) এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure, 1898 - ১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এর বিধানসমূহ এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে।

(৬) এই আইনের আওতায় অপরাধসমূহ আমল অযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

১০। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।— সরকার অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। অব্যাহতির ক্ষমতা।— সরকার লিখিত আদেশ বলে প্রয়োজন হইলে শর্তসাপেক্ষে এই আইনের যে-কোনো একটি অথবা কিছু অথবা সকল শর্ত হইতে যে-কোনো চলচ্চিত্রকে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১২। ক্ষমতা অর্পণ।— সরকার অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে এই আইনের আওতায় প্রয়োগযোগ্য যে-কোনো অথবা সকল ক্ষমতা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উপায়ে কোনো কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা।— এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, বোর্ড, কর্তৃপক্ষ, দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ অথবা ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া কোনো মামলা অথবা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৪। দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষকে শুনানি ব্যতীত কোনো নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনো আদেশ নহে।— অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত কোনো মামলার ক্ষেত্রে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া কোনো আদালত কোনো নিষেধাজ্ঞা বা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করিবেন না।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত ।— বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে বিলুপ্ত **করিয়া** তদস্থলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড প্রতিস্থাপিত হইবে।

উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও The Censorship of Films Act, 1963 (amendment 2006) এর আওতায় যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই আইনের অধীনে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন জারির তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীনে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।।